আঁকা প্রতিযোগিতা

এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে শুক্রবার হলদিবাড়ি নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে আঁকা প্রতিযোগিতা হয়।

ভাওয়াইয়া কমিটি থেকে বাদ রবি-পার্থ

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে ১৪ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও কোচবিহারের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়কে।

জেলা অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে ১৪ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গার বিধায়ক তথা বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মনকে। কো-চেয়ারম্যান করা হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মনকে। কমিটির আহ্বায়ক জলপাইগুড়ি জেলা অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক। সদস্য সচিব করা হয়েছে জলপাইগুড়ির জেলাশাসককে। এছাড়া বাকি যে দশজনকে কমিটির সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে তাঁরা হলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ দশরথ তিরকি, ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালি রায়, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, শীতলকুচির বিধায়ক হিতেন বর্মন, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধান, কুমারগ্রামের বিধায়ক জেমস কুজুর। এছাড়া রয়েছেন কোচবিহারের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার, জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপার ও কোচবিহার জেলা অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক। কিন্তু স্থান হয়নি রবি-পার্থর। যদিও এই ঘটনায় বিতর্ক দেখছেন না মন্ত্রী।

কেবল গায়েব

প্রথম পাতার পর

লক্ষ টাকার সামগ্রী চুপিসারে সরিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সংস্থার নিয়ম, পুরোনো সমস্ত জিনিস খতিয়ে দেখে সেগুলির কোনগুলি বিক্রি করা হবে আর কোনগুলি পুনর্ব্যবহার করা হবে তা বিশেষ কমিটি অনুমোদন দেয়। পরে সংস্থার তত্ত্বাবধানেই পুরোনো সামগ্রী বিক্রি করা হয়। এসব নিয়মের কোনো তোয়াক্কা না করেই ওই আধিকারিক কীভাবে এই সমস্ত সামগ্রী বাজারে বিক্রি করলেন তা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, এই তারগুলি থেকে তামা বের করে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের কর্মীরা এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো কথা বলতে না চাইলেও এক নিরাপত্তারক্ষী বলেন, 'সাহেবের নির্দেশে আমার সামনেই স্টোরের সমস্ত জিনিস ট্রাকে তুলে দেওয়া হয়। সব দেখেও আমাকে চুপ থাকতে হয়। তবে প্রয়োজনে আমি সাক্ষ্য দিতেও রাজি আছি।'

ফেরানো হচ্ছে

প্রথম পাতার পর

সিওএ-র সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও। বোর্ডের অন্তর্বর্তীকালীন সচিব অমিতাভ চৌধুরি বলেছেন, 'যৌন নির্যাতন ইস্যুতে সাময়িকভাবে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল বোর্ডের সিইওকে। চলতি বিতর্কে একই পদক্ষেপ করা হয়েছে, যা যথাযথ। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিল টক শোতে। ওদের মন্তব্যে ক্ষতি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের ভাবমূর্তি, যা গ্রহণযোগ্য নয়।'

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭১.০৮

ডিজেল টাঃ ৬৪.৪৭

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

—সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আবহাওয়া

১১ জানুয়ারির তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৫.৬	১২.৬
শিলিগুড়ি	২৫.০	১৯.০
জলপাইগুড়ি	২৬.০	১০.০
কোচবিহার	২৩.০	৮.০
আলিপুরদুয়ার	২৩.০	৮.০
মালদা	২৪.০	১৩.০
রায়গঞ্জ	২৩.৫	১৩.০
গ্যাংটক	১১.৮	৫.২

শনিবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

বিন্দু বিসর্গ

এবার মনে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টাল দুর্গাপুজো!

আদিবাসীদের রীতি অনুযায়ী শুক্রবার থেকে পৌষপার্বণের সূচনা হল। মকরসংক্রান্তি পর্যন্ত টানা পাঁচদিন এভাবেই নাচ, গানের মধ্য দিয়ে পরব উদ্‌যাপন করবেন আদিবাসীরা। তথ্য ও ছবি : রাজু দাস

পতাকার রং ভুলে মানুষের ঢল বিশ্বরঞ্জনের শেষযাত্রায়

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রয়াত বিশ্বরঞ্জন সরকারের অন্তিমযাত্রায় মানুষের ঢল নামল আলিপুরদুয়ার শহরে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে গণ সংগঠন, সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষ এদিন প্রয়াত নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। শুক্রবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার শোভাগঞ্জের বৈদ্যুতিক চুল্লিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতার মৃত্যু হয়। শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ি থেকে তাঁর মরদেহ আলিপুরদুয়ারে আনার পথে ময়নাগুড়ি, ফালাকাটা, তপসিখাতা, বীরপাড়া এলাকায় কংগ্রেস কর্মী ও সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা জানান। আলিপুরদুয়ার শহরে পৌঁছানোর পর প্রথমে বিশ্বরঞ্জন সরকারের মরদেহ বিবেকানন্দ কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে সূর্যনগরে তাঁর বাসভবনে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সূর্যনগর ক্লাব, উদয়ন বিতান হয়ে তাঁর মরদেহ আলিপুরদুয়ার জংশনে নেওয়া হয়। সেখানে অসংখ্য মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এরপর বিশ্বরঞ্জন সরকারের মরদেহ আলিপুরদুয়ার কলেজ থেকে কলেজ হল্টে কংগ্রেস ভবনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রয়াত নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মানুষের ঢল নামে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে, সামাজিক ও গণ সংগঠন, ব্যবসায়ী সমিতি, ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষ কংগ্রেস ভবনে সমবেত হন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের প্রতিনিধি হয়ে বিশ্বরঞ্জন সরকারকে শ্রদ্ধা জানান কোচবিহার জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্যামল চৌধুরি। প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি এবং দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিধায়ক শংকর মালাকার বিশ্বরঞ্জন সরকারের মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রদেশ ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধা জানান। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।

শুক্রবার কলেজ হল্টে কংগ্রেস ভবনে সিপিএম-এর জেলা সম্পাদক মৃণাল সরকার, সিপিএম নেতা কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরএসপির নির্মল দাস, সিপিআইয়ের সুভাষ কর চৌধুরি, ফরোয়ার্ড ব্লকের করুণ গঙ্গোপাধ্যায় সহ বামফ্রন্টের একাধিক নেতা ও কর্মী প্রয়াত বিশ্বরঞ্জন সরকারকে শ্রদ্ধা জানান। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় থেকে শোকমিছিল করে এসে কংগ্রেস ভবনে প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা কংগ্রেস ভবনে শায়িত থাকার পর সেখান থেকে অন্তিমযাত্রা শুরু হয়। পথে প্রয়াত নেতার মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন অসংখ্য মানুষ। এরপর বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ শোভাগঞ্জ বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রয়াত নেতার মৃতদেহ সৎকার করা হয়।

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা বিশ্বরঞ্জন সরকারের শেষযাত্রায় মানুষের ঢল।—সংবাদচিত্র

ট্রেলার-পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ, মৃত ১

হাসিমারা, ১১ জানুয়ারি ঃ ৩১সি জাতীয় সড়কে একটি বাঁশবোঝাই ট্রেলারের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটল। দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্তত ১৯ জন জখম হয়েছেন। শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ হাসিমারার কাছে পশ্চিম সাঁতালি গ্রামের বানিয়া সেতু এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ২৫ জন শ্রমিক কাজ সেরে জয়গাঁ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বানিয়া সেতু লাগোয়া এলাকায় অসমের দিক থেকে আসা বাঁশবোঝাই একটি ট্রেলারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে পিকআপ ভ্যান ও ট্রেলারটির কেবিন জাতীয় সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে হাসিমারা, জয়গাঁ ও কালচিনি থানার পুলিশ এবং হাসিমারা দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। এক ব্যক্তির মৃতদেহ পিকআপ ভ্যান থেকে উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম নিকোলাস রাভা। তিনি উত্তর মেন্দাবাড়ির বাসিন্দা ছিলেন। পিকআপ ভ্যানে থাকা চালক সহ ১৯ জন যাত্রীকে গুরুতর জখম অবস্থায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়দের ধারণা, বাঁশের গাদায় আরও বহু মৃতদেহ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও পুলিশ আধিকারিকরা ফোন না তোলায় এবিষয়ে তাঁদের কোনো বক্তব্য জানা যায়নি।

এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে দেরি হওয়ার অভিযোগ তুলে পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, বাঁশবোঝাই ট্রেলার রাতে চালালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়। কিন্তু এই সমস্যা মেটাতে পুলিশ কোনো পদক্ষেপ করছে না। এই ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কের কয়েক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে প্রচুর গাড়ি আটকে পড়ে। রাত পর্যন্ত পুলিশ ও দমকলকর্মীরা উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম অবস্থায় ১৯ জন হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন। খবর পেয়ে রাতে জেলা হাসপাতালে পৌঁছান অতিরিক্ত জেলাশাসক চিরঞ্জীব ঘোষ ও মহকুমাশাসক কৃষ্ণাভ ঘোষ। মহকুমাশাসক বলেন, 'দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। ১৯জনকে আহত অবস্থায় জেলা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।'

হাসিমারার কাছে জাতীয় সড়কের পাশে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পিকআপ ভ্যান ও ট্রেলারটি। —সংবাদচিত্র

চালু হবে কমিউনিটি রেডিয়ো

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি ঃ চলতি বছরের শেষদিকে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব রেডিয়ো চালু হতে চলেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়েও কমিউনিটি রেডিয়ো সার্ভিস চালু হবে। শুক্রবার এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কোচবিহার জেলা পিছিয়ে পড়া জেলা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই জেলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নয়নই এই কমিউনিটি রেডিয়ো সার্ভিসের মূল লক্ষ্য। এ ব্যাপারে আমরা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছি।'

২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর পথচলা শুরু করা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা ছাড়াও প্রায় ১২০০ জন পড়ুয়া রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সাফেলি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে গণজ্ঞাপন ও সাংবাদিকতা বিষয়ক এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়েছে।

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথাগত পঠনপাঠনের পাশাপাশি ওই কোর্সের পড়ুয়াদের ব্যবহারিক ক্লাসও হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগ কমিউনিটি রেডিয়ো সার্ভিস পরিচালনা করবে। শ্রোতাদের বিভিন্ন ধরনের গান শোনানোর পাশাপাশি কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। এই রেডিয়ো সার্ভিস বাণিজ্যিকভাবে নয়, কোচবিহার জেলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নতিতে কাজ করবে।' তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ওই রেডিয়ো স্টেশনের স্টুডিয়ো তৈরি হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এমন উদ্যোগে খুশি গণজ্ঞাপন ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র সিদ্ধার্থ পাল, রেজাউল করিম প্রধানী, ছাত্রী মৌমিতা দত্ত, গৌরী বর্মনরা। সিদ্ধার্থ পাল বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রচারমাধ্যম অর্থাৎ রেডিয়ো সার্ভিস চালু হলে আমরাই সব চেয়ে বেশি উপকৃত হব।' একই সুরে মৌমিতা দত্ত বলেন, 'আমরা কমিউনিটি রেডিয়ো সার্ভিস চালুর অপেক্ষায় রয়েছি।'

জয়গাঁয় আগুনে কারখানা ছাই

ফালাকাটায় পুড়ল বাজার

জয়গাঁ ও ফালাকাটা, ১১ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ও শুক্রবার দুপুরে দুটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল জয়গাঁ ও ফালাকাটায়। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ প্রথম আগুন লাগে জয়গাঁর সুনসুনি বাজার এলাকায়। এলাকার একটি সোফা তৈরির কারখানায় হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে ভুটানের ফুন্টশোলিং শহর থেকে এবং পরে হ্যামিল্টনগঞ্জ ও আলিপুরদুয়ার থেকে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে দমকলের ৭টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় ভোর ৫টা নাগাদ আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। সোফা তৈরির কারখানার পাশাপাশি একটি টায়ারের দোকানও পুড়ে গিয়েছে। প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন কারখানার মালিক জয়গাঁর ব্যবসায়ী প্রকাশ আগরওয়াল। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল বিভাগ। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে কারখানা সংলগ্ন টায়ারের দোকানে আগুন ধরে। পরে তা নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, ফালাকাটা হাটখোলা বাজারে এদিন দুপুরে মাংস বাজারের পেছনে থাকা আবর্জনা ও থার্মোকলের স্তূপে আগুন ধরে যায় এবং তা দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাজার তখন চলতে থাকায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফালাকাটা দমকলের কর্মীরা এসে আধঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কয়েকজন ব্যবসায়ীর অবহেলায় বহুদিন ধরে আবর্জনা ও থার্মোকলের স্তূপ পড়ে থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রতন বর্ধন বলেন, 'বারবার ব্যবসায়ীদের বলা সত্ত্বেও আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় না। হাটখোলার মতো ঘন ব্যবসায়িক জায়গায় প্লাস্টিক ও থার্মোকল ব্যবহার বন্ধ করার আবেদনও জানানো হয়েছে। এবিষয়ে ব্যবসায়ীদের আরও সচেতন হতে হবে।'

জয়গাঁর সুনসুনি বাজারে অগ্নিকাণ্ড। ছবি ঃ সমীর দাস

সাংবাদিককে হুমকি

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ খবর করায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সাংবাদিককে হুমকি দিলেন এক রেলকর্মী। অভিযুক্তের নাম কল্যাণ সরকার। তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে কর্মরত। শুক্রবার দুপুরে এসএমএস পাঠিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সাংবাদিক রাহুল মজুমদার এবং তাঁর পরিবারকে হুমকি দেন তিনি। ফের তাঁর বিরুদ্ধে খবর হলে তার ফল ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। ১৬ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর প্রথম পাতায় 'বাবা ও স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঘরবন্দি মেয়ে' শীর্ষক একটি খবর প্রকাশিত হয়। সেই খবর করার জন্যেই শুক্রবার এসএমএসের মাধ্যমে হুমকি দেওয়া হয়। রাতে ফের অভিযুক্ত ফোন করে হুমকি দেন। তাঁর বিরুদ্ধে খবর করলে অনেক কিছু হতে পারে বলে শাঁসান। পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

অশোকের পদত্যাগ

মুম্বই, ১১ জানুয়ারি ঃ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অশোক চাওলা। এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম ও তাঁর ছেলে কার্তির সঙ্গে আর্থিক দুর্নীতিতে অশোকের নাম জড়িয়ে যাওয়ার পরেই ইস্তফা দেন তিনি। শুক্রবার এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলায় চিদম্বরম ও কার্তির সঙ্গেই অশোকের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপের জন্য সিবিআই-কে সবুজ সংকেত দেয় কেন্দ্র। ইউপিএ আমলে এয়ারসেল-ম্যাক্সিস সংযুক্তিকরণের সময় কেন্দ্রের অর্থবিষয়ক সচিব ছিলেন চাওলা। এরপর ২০১৬ সালে তিনি এনএসই-র চেয়ারম্যান হন তিনি। এনএসই-র শীর্ষপদে চাওলা আসীন থাকতে পারবেন কী না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করে সেবি। এনএসই-তে চাওলার কার্যকলাপও খতিয়ে দেখছে তারা। নতুন নিয়ম অনুসারে, কোনো শীর্ষ আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করতে হলে কেন্দ্রের অনুমতির প্রয়োজন হয়। এদিন কেন্দ্রের অনুমতি মেলার পরেই তদন্তের গতি বাড়িয়েছে সিবিআই।

সাংসদের তোপ

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ উচ্চবর্ণে সংরক্ষণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বলে মনে করেন সিকিমের সাংসদ পি ডি রাই। এসডিএফের সাংসদ আর্থিকভাবে দুর্বলদের জন্য চাকরিতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ সমর্থন করলেও কেন্দ্রের এই সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত রূপায়ণ নিয়ে সংশয় ব্যক্ত করেছেন। কেন্দ্রের প্রস্তাবে, বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকার কম আয় হলে তাদের আর্থিকভাবে দুর্বল মনে করা হবে। যা মানতে রাজি নন পি ডি রাই। তিনি বলেন, পুরো বিষয়টি রূপায়ণ ও তার তদারকিও সমস্যাসংকুল। গোংকুলয়ের তিন রাজ্যে পরাজয়ের ফলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে চান। বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হলেও বিরোধীদের এই নিয়ে কোনো কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে জানান। ফলে এর নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে তাঁর ধারণা। হিমালয়ের কোলে ছোটো রাজ্য সিকিম সামাজিক ন্যায়ের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করছে বলে তাঁর দাবি।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার দুপুরে আবগারি দপ্তরের কর্মীরা ধোপাপট্টির সুরেশ রজকের বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ মদ বাজেয়াপ্ত করেন। জেলার আবগারি সুপার প্রেম প্রকাশ জানান, অভিযান চালিয়ে ১৮০ মিলিলিটারের ১৫টি টেট্রা প্যাক ও ৬০০ মিলিলিটারের ১৯টি বিদেশি মদের বোতল সহ সুরেশের ভাই মহেশ রজককে দপ্তরের কর্মীরা গ্রেফতার করেন। যদিও সুরেশ পালিয়ে যায়।

জমি ছাড়তে নারাজ দুই কারখানা

আটকে মহাসড়কের কাজ

জ্যোতি সরকার ● জলপাইগুড়ি

১১ জানুয়ারি ঃ জমিজটের কারণে ফের মহাসড়ক তৈরির কাজ আটকে গেল। সমস্যার জেরে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই) জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে রানিনগরের পাশাপাশি ময়নাগুড়ির মাধবডাঙা এলাকায় ২৭ডি জাতীয় সড়কের ধারে মহাসড়কের কাজ করতে পারছে না। কবে এই দুই জায়গার জমিজট কাটবে তা রীতিমতো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এনএইচএআই সূত্রে জানা গিয়েছে, জমির ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে সংস্থার সঙ্গে রানিনগরের একটি মুরগির খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা ও মাধবডাঙার একটি চা ফ্যাক্টরির পরিচালন কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ দেখা দেওয়াতেই রাস্তার কাজ দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে। এদিকে, রাস্তার কাজ নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটে প্রতিনিয়তই যানজট হচ্ছে। এই এলাকা দিয়ে চলাচলে তো বটেই মাধবডাঙা এলাকা দিয়েও যাতায়াতে যাত্রীরা সমস্যায় পড়ছেন। সংস্থা অবশ্য সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে। এনএইচএআই-র টেকনিকাল ম্যানেজার প্রদ্যুৎ দাশগুপ্ত বলেন, 'জমির দাম আমরা নির্ধারণ করেছি। কিন্তু কারখানা সরানোর সময় কর্মচারীদের বেতনও দুই ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দাবি করেছে। সরকারি নিয়ম অনুসারে বেতনের বিষয়টিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া যায় না। তবে দুটি জায়গার সমস্যা মেটাতেই আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।'

এনএইচএআই সূত্রে জানা গিয়েছে, জমির ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে সংস্থার সঙ্গে রানিনগরের একটি মুরগির খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা ও মাধবডাঙার একটি চা ফ্যাক্টরির পরিচালন কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ কিছুতেই মিটছে না। এর জেরে দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার কাজ আটকে আছে। দুই কারখানা কর্তৃপক্ষই বর্তমান বাজারদর অনুসারে জমির দাম, কারখানার সরঞ্জাম স্থানান্তর, স্থানান্তর করার সময় কারখানার যন্ত্রাংশের দামের পাশাপাশি স্থানান্তরের সময় উৎপাদন খরচের ব্যয়ভার বহনেরও দাবি জানিয়েছে। মাধবডাঙায় রাস্তার ধারে জয়শংকর টি কোম্পানির কারখানা রয়েছে। এই ফ্যাক্টরি পরিচালন কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রতিনিধি পুষ্কর আগরওয়ালা জানান, তাঁদের কারখানাটি তিন বিঘা জমির উপর রয়েছে। কারখানা স্থানান্তর করতে ন্যূনতম পক্ষে ছয়মাস সময় লাগবে।

> **বিপাকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ**
>
> **জমির দাম আমরা নির্ধারণ করেছি। কিন্তু কারখানা সরানোর সময় কর্মচারীদের বেতনও দুই ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দাবি করেছে। সরকারি নিয়ম অনুসারে বেতনের বিষয়টিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া যায় না। তবে দুটি জায়গার সমস্যা মেটাতেই আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।**
>
> **– প্রদ্যুৎ দাশগুপ্ত**
> **টেকনিকাল ম্যানেজার, এনএইচএআই**

ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাঁরা ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির কাছ থেকে ১১ কোটি টাকা চেয়েছেন।

পুষ্করবাবুর দাবি, বর্তমান বাজারদর অনুসারেই তাঁরা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেলে তাঁরা জমি ছেড়ে দেবেন এবং মহাসড়ক নির্মাণের জন্য তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পুরোপুরিভাবে সাহায্য করবেন। রানিনগরের মুরগির খাবার তৈরি কারখানার পরিচালন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২০০৪ সালে তাঁদের কারখানাটি গড়ে ওঠে। ৩৫ জন শ্রমিক এই কারখানায় কর্মরত রয়েছেন। তাঁরা জমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। তবে বর্তমান বাজারদর অনুসারে বাধ্যতামূলকভাবে তাঁদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এনএইচএআই অবশ্য দুই কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত নয়। সমস্যা মেটাতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে সংস্থা জানিয়েছে।

পরীক্ষাকেন্দ্রের তালিকা থেকে বাদ সুভাষনগর হাইস্কুল

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ গত বছর জলপাইগুড়ি জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রিন্সিপাল ভেনুগুলির মধ্যে ময়নাগুড়ির সুভাষনগর হাইস্কুল ছিল একটি প্রিন্সিপাল ভেনু। শুধু গত বছরই নয়, চার-পাঁচ বছর ধরে সুভাষনগর হাইস্কুল মাধ্যমিক পরীক্ষায় কখনও প্রিন্সিপাল ভেনু হয়েছে, আবার কখনও পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রও হয়েছে। কিন্তু গত বছর প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে জড়িয়ে যাওয়ায় ময়নাগুড়ির সুভাষনগর হাইস্কুলের নাম এবার আর প্রিন্সিপাল ভেনুর তালিকায় নেই। শুধু তা-ই নয়, সুভাষনগর হাইস্কুলকে এবার পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্র হিসেবেও তালিকায় রাখা হচ্ছে না। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় জলপাইগুড়ি জেলায় ১০০টি কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে। সেই অনুসারে স্কুলগুলির নামের তালিকা তৈরি

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ

হয়েছে। সেই তালিকায় নেই সুভাষনগর হাইস্কুলের নাম।

তালিকায় যে সুভাষনগর হাইস্কুলের নাম নেই সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জলপাইগুড়ি জেলার কনভেনার সুব্রত রায়। তিনি বলেন, 'এ বছর কড়া নজরদারির মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হবে। কোথাও যাতে ত্রুটি না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা হবে।' পাশাপাশি এ বছর পরীক্ষাকেন্দ্রে পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের সামনেই প্রশ্নপত্র খোলা হবে বলে ইতিমধ্যেই পর্ষদ নির্দেশ দিয়েছে। সুভাষনগর হাইস্কুলের বর্তমান টিআইসি নিরঞ্জন অধিকারী বলেন, 'কোন স্কুলে ভেনু করা হবে সেটা পর্ষদের বিষয়। সুভাষনগর হাইস্কুলে এবার ভেনু করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। এখনও আমাদের কাছে কোনো কাগজপত্র আসেনি।' প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে অভিযুক্ত সুভাষনগর হাইস্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক হরিদয়াল রায় বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ পর্ষদের ব্যাপার। আমার এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য নেই।' সুভাষনগর হাইস্কুলে প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে একমাত্র অভিযোগকারী শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি। গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সময়ের আগে খুলে বড়োসড়ো বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ১৯ মার্চ অঙ্ক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সময়ের আগে খোলার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে মাধ্যমিকের ৭০০ খাতা লোপাটের অভিযোগও ওঠে। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক শুরু হয় রাজ্যজুড়ে। গত বছরের ঘটনার পর এ বছরের তালিকায় ওই স্কুলের নাম রাখা হলে ফের বিতর্ক হতে পারে, সেই সম্ভাবনা এড়াতেই তালিকা থেকে নাম বাদ রাখা হল বলে মনে করা হচ্ছে।

এ বছর ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেই অনুসারে জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি বৈঠক করে গিয়েছেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ বছর জলপাইগুড়ি জেলায় প্রিন্সিপাল ভেনু করা হয়েছে ২০টি। এছাড়া ১০০টি ভেনু থেকে পরীক্ষা নেওয়া হবে। পর্ষদ সূত্রে খবর, জেলার ধূপগুড়ি ব্লক থেকে এ বছর সবথেকে বেশি ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসছে। এদের সংখ্যা ৩ হাজার ৪৬৩। সেজন্য এই ব্লকে ভেনুর সংখ্যা ৮ করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে এ বছর ৩২ হাজার ১৪৫ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসতে চলেছে। এর মধ্যে রেগুলার ছাত্র ১১ হাজার ৭ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১৪ হাজার ৭০০। এছাড়া আগের অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরাও রয়েছে।

হোমে ঠাঁই নাবালিকার

দেওয়ানহাট, ১১ জানুয়ারি ঃ চিলকিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দশগ্রাম এলাকার এক নাবালিকার ঠাঁই হল কোচবিহার শহিদ বন্দনা বালিকা স্মৃতি আবাসে। উল্লেখ্য, এ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওই নাবালিকা বৃহস্পতিবার স্থানীয় এক যুবকের বাড়িতে এসে প্রায় সম্পর্কের কথা বলে বিয়ের দাবি জানায়। কিন্তু যুবকের পরিবার ওই নাবালিকার সঙ্গে কোনোভাবেই ছেলের বিয়েতে রাজি হয় না। মেয়ের পরিবারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেও কোনো ফল না মেলায় এদিন ওই যুবকের পরিবার কোচবিহার চাইল্ড লাইনের দ্বারস্থ হয়। খবর পেয়ে চাইল্ড লাইনের টিম মেম্বাররা কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও কোচবিহার-১ ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ওই যুবকের বাড়িতে গিয়ে মেয়েটিকে নিজেদের হেপাজতে নেয়। পরবর্তীতে কোচবিহার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁরা। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির নির্দেশে আপাতত মেয়েটিকে শহিদ বন্দনা বালিকা স্মৃতি আবাসে পাঠানো হয়েছে। চাইল্ড লাইনের সেন্টার কোঅর্ডিনেটর রুঙ্কু ঘোষসরকার এখবর জানান।